যৌন রোগ প্রতিরোধে মসজিদের ইমামদের ভূমিকা

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'পৃথিবী থেকে মূর্খতা, শোষণ, জুলুম, অশান্তি ও বিপর্যয়ের সকল কারণ বিদুরিত করাই ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও জাতীয়। আপন দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না।' (সুরা-নজম, আয়াত-৩৮) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতকে সামনে রেখে আমি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বিপর্যয় ঘাতক ব্যাধি এইডস সম্পর্কে কিছু আলোচনার চেষ্টা করবো।

প্রথমে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত 'ইসলামী সমাজের দায়িত্বের প্রতি। হাঁ, বিশ্বের সব বিপর্যয়ে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেছে ইসলাম ও ইসলামী সমাজ। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে বিভিন্ন সময়ে মানুষ এ ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। তাদেরকে উদ্ধারও করেছে ইসলাম। আর এইডস নিয়ে পুরো দুনিয়া যে আজ হুমকির মুখে তার প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখতে পারে ইসলাম ও ইসলামী সমাজ।

এ কথা সত্য যে, শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজ ইসলামী সমাজ নয়। কিন্তু এখানে ইসলামের প্রভাব আছে, আছে ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যবহার। রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ আর ধর্মীয় নেতাদের চমৎকার ভূমিকা। সব নদী যেমন সাগরে গিয়ে মিলে তেমনি ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে শত মতভেদ সত্ত্বেও আমরা সবাই ইসলামের অনুসারী। ইসলামের এই অনুসারীদের মধ্যে অনেকটা পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন মসজিদের ইমাম সাহেবগণ। তারা কেবল পাঁচ বেলা নামাজে ইমামতি কিংবা জুমআর খুৎবাতে সীমাবদ্ধ নন, তারা ইসলামের অনুসারীদের নেতাও।

এইডস সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশী জানি। এটা একটা রোগ, এমন রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ এইডস হলে ধীরে ধীরে মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কাজেই, এ রোগ থেকে নিজেকে, নিজের পরিবারকে এবং একইভাবে সমাজ ও দেশকে রক্ষার একমাত্র উপায় একে প্রতিরোধ করা। অওউঝ হলো অপয়ঁরৎবফ ওসসঁহব উবভরপরবহপু ঝুহফৎড়সব বা অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতির লক্ষণসমূহ। আর এইডসের জন্য যে জীবাণূকে দায়ী করা হয় তা হলো HIV বা Human Immune-deficiency Virus, অর্থাৎ মানবীয় প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি জীবাণু। এইডস হলে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, এইডস রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় আফ্রিকার এক শ্রেণীর বানরের মধ্যে। তবে, মানুষ কখন থেকে এইডসের জীবাণু বহন করছে তার সঠিক সময় জানা না গেলেও মানব দেহে এইচআইভি ধরা পড়ে গেল শতাব্দীর ৮০-র দশকের গোড়ার দিকে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এক ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। সেখানে পরীক্ষার পর ডাক্তাররা অদ্ভুত এ রোগের নাম দেন Acquired Immune Deficiency Syndrome যা পরবর্তীতে সংক্ষেপে AIDS নামে পরিচিতি লাভ করে। (মোহম্মদ তারেকুজ্জামান, দৈনিক যুগান্তর : ৩১ আগস্ট ২০০১)

১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইডস রোগটি শনাক্ত করা গেলেও এ রোগের জীবাণু আবিস্কৃত হয় ১৯৮৩ সালে, প্যারিসে। ফরাসী অধ্যাপক মন্টেনার এ কৃতিত্ব দেখান। মন্টেনারের সাথে কাজ করলেও মার্কিন ডাঃ গ্যানো এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসেন ১৯৮৪ সালে। এইডসের জীবাণু আবিষ্কারে মার্কিন ও ফরাসী বিশেষজ্ঞ যৌথভাবে কৃতিত্ব দেখালেও এইডস নিয়ে এখন বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত মার্কিনীরা। কোনো কার্যকর প্রতিষেধক আবিস্কৃত না হলেও ক্যান্সারের প্রতিষেধক বলে কথিত 'এজেডটি' দিয়ে শত কোটি ডলারের বাণিজ্য করছে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানী 'রকফেলার' প্রতি বছর। ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ বিনাশে 'এজেডটি' ব্যবহার করা হলেও আক্রান্ত কোষের বাইরের সুস্থ কোষও এটি ধ্বংস করে ফেলে বলে এ ঔষধের দুর্নাম রয়েছে। বহুল বিতর্কিত ঔষধটি এইডসের চিকিৎসায় ব্যবহার করে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুকে আরো ঘনিভূত করে ফেলা হচ্ছে বলেও বিজ্ঞানীরা অভিযোগ করেছেন। এছাড়া, যৌন রোগ ও এইডস প্রতিরোধের নামে কনডম বিক্রি করেও কতিপয় বহুজাতিক কোম্পনী কোটি কোটি ডলার কামিয়ে নিচ্ছে–এমন বিতর্কও আজকাল শোনা যায়। (দৈনিক আজ ও আগামীকাল : ২ আগস্ট ২০০৩)

কিন্তু আমরা এ সব বিতর্কে যাবো না, এ রোগের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠা বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত থাকলেও উৎকণ্ঠিত হবো না। কেননা, উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতো আরো অনেক বিষয় আমাদের আছে। যেমন, আফ্রিকায় উদ্ভুত রোগটি রাশিয়ার মানুষকে আক্রান্ত করে আমেরিকায় গিয়ে ধরা পড়লেও আমাদের বাংলাদেশীরা এখন এ দেশেই এইডস রোগী হিসেবে শনাক্ত হচ্ছে। উৎকণ্ঠার আরো আছে। ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বশেষ সরকারী হিসাবে দেশে এইচআইভি বহনকারীর সংখ্যা ২৪৮ জন এবং এদের মধ্যে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ২৬ জন বলা হয়েছিলো। সরকারের এ হিসাব এখন সরকারই বিশ্বাস করে না। দেশে এইচআইভিবাহীর সরকারী সংখ্যা ২৪৮ হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউএনএইডসের মতে, এ সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। গত ডিসেম্বরের পর থেকে সরকারও এখন অনানুষ্ঠানিকভাবে এ পরিসংখ্যান মেনে নিচ্ছে। উল্লেখিত দুই আন্তর্জাতিক সংস্থার বরাত দিয়ে হলেও সরকারী সব কাগজপত্রে এখন ১৩ হাজার এইচআইভিবাহীর কথা উল্লেখ করা হয়। (মুস্তাফিজ শফি, দৈনিক প্রথম আলো : ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়ান মার্টিন জোনস এক প্রতিবেদনে জানান, বিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬ কোটি নারী-পুরুষ এইডস আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২ কোটি ২৮ লাখ এইডস রোগী ইতিমধ্যেই মারা গেছে। বর্তমানে ৪ কোটি ৩০ লাখ লোক এইডস নিয়ে জীবন যাপন করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতে প্রায় ৪০ লাখ লোক এইচআইভিতে আক্রান্ত, চীনের অবস্থা আরো ভয়াবহ–৬০ লাখ যা এ দশকের শেষ দিকে ১ কোটিতে পৌঁছাবে। (নুরুল আলম শাহীন, দৈনিক ইনকিলাব : ১৪ ডিসেম্বর ২০০২)

গত বছরের ডিসেম্বরে জাতি সংঘের প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়েছে এইডসের মহামারীতে কিভাবে শিশু ও নারীরা আক্রান্ত হচ্ছে ও মারা যাচ্ছে। নারী সভ্যতা নির্মাণ করছে আর শিশু সে সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সভ্যতার যখন এই অবস্থা তখন আমাদের তো উদ্বিগ্ন হতেই হয়। জাতি সংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের এইডস আক্রান্তদের ৩২ লাখ শিশু এবং ১ কোটি ৯২ লাখ হলো নারী। ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছর এইডসে আক্রান্ত হয়েছে ৫০ লাখ, মারা গেছে ৩১ লাখ। মৃতদের মধ্যে ১৫ বছরের নীচে শিশু রয়েছে ৬ লাখ ১০ হাজার এবং নারী ১২ লাখ।

না, পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে আপনাদের আর তথ্য ভারাক্রান্ত করবো না। আমরা এবার দেখতে চাই কেন এ রোগ হচ্ছে এবং দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে। এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ এইডস রোগী হচ্ছে। আর এইচআইভির জন্ম হচ্ছে যৌন রোগ সিফিলিস ও গণোরিয়ার কারণে। সিফিলিস বা গণোরিয়া কেন হয়? এ দু'টি যৌন রোগের প্রধান কারণ একাধিক যৌন সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন কিংবা সমকামিতা। ইসলামে এই উভয় ধরনের সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ বলা হয়েছে এবং মহা পাপ বা কবিরা গুণাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ খুবই লজ্জাজনক হলেও সত্য যে, পাশ্চত্যের কোনো কোনো দেশে এই সমকামিতাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর জন্য আইন পাশ করা হয়েছে।

হযরত লুত (আ:) এর কওমের মধ্যে সমকামিতার অভ্যাস থাকায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতেই কঠোর শাস্তি দিয়ে জনপদসহ সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। পবিত্র কোরআন শরীফে সমকামিতা ও অবৈধ সঙ্গমকে অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'স্মরণ করো লুতের কথা, সে তার কওমকে বলেছিলো, তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছো যা তোমাদের আগে বিশ্বে কেউ করে নি।' (সুরা-আনকাবুত, আয়াত-২৮) এছাড়া, ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে কোনো রকম দয়া প্রদর্শন ছাড়াই ৮০ টি বেত্রাঘাত করার বিধান পাক কোরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। (সুরা-নূর, আয়াত-৪)

পবিত্র কোরআনের এই কথাগুলো সামনে এনে আমরা যদি দেখি তা হলে দেখবো– ব্যভিচারই নানা যৌন রোগের জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু নিরাপত্তা ও যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে যৌন রোগ সারলেও অজ্ঞতার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। শুরুতেই উল্লেখ করেছি, মানব সমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবে ইসলামী সমাজ। আর ইসলামী সমাজের নেতা আপনারা। তাই, এ মানবিক বিপর্যয় ঠেকিয়ে মানব সম্প্রদায়কে বাঁচাতে পারেন আপনারা। আপনাদের কথা মানুষ শোনে, আপনাদের বক্তব্য শোনার জন্য বিনা দাওয়াতে শত শত মুসলমান মসজিদে হাজির হয়। কাজেই, আপনারা হতে পারেন সভ্যতার সংশোধনের অগ্রদূত, মা, মাটি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার কান্ডারী।

কনডম ব্যবহারের কারণে সমাজে ব্যভিচার বাড়ছে–এমন অভিযোগ ইমাম সাহেবরা প্রায়ই করে থাকেন। এ অভিযোগ আমরাও অস্বীকার করি না। কনডমের কারণে গর্ভ ধারণ রোধ করা যায় বলে অনেক তরুণ-তরুণী অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, কিন্তু এই ব্যভিচারকে উৎসাহ যোগানোর জন্য কনডমের উদ্ভব ঘটেনি। থাইল্যান্ডের রাজ দরবারের চিকিৎসক ডা: কনডম এ বস্তুটি আবিষ্কার করেছিলেন জন্ম নিরোধক হিসেবে ব্যবহারের জন্য, অযাচিত জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে রাজ দরবারের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। প্রত্যেক ভালো জিনিসের যেমন অপব্যবহার আছে তেমনি কনডমেরও অনাকাঙ্ক্ষিত অপব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু এটাও সত্য যে, এ কনডম মানুষকে যৌন রোগের সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে যা প্রকারান্তরে এইডসের বিস্তার রোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এর পরও আপনাদের আপত্তি থাকলে, আপনারা না হয় মানুষকে কনডম ব্যবহারের কথা নাই বললেন, কিন্তু মানুষকে পবিত্র জীবন যাপন করার কথা তো বলতে পারেন। সমকামিতা ও ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে তো বলতে পারেন। এতে মানুষ যদি সচেতন হয়, পবিত্র জীবন যাপন করে, তাহলে যৌন রোগ ও এইডস হবে না। তবুও কথা থেকে যায়, যারা এ হেদায়েত শুনবে না সে সব দুষ্ট মানুষদের আমরা কনডম ব্যবহারের কথা বলি। বলি এ কারণে যে, ঐ দুষ্ট লোকের জন্য আরো দশটা

ভালো মানুষ নষ্ট হচ্ছে, এভাবে নষ্ট হচ্ছে পুরো সমাজ। তাই এ দুষ্ট লোককে যদি এ ধরনের ঘাতক ব্যাধি ছড়ানো থেকে রক্ষা করা যায় মানব প্রজন্ম কিছুটা কম ক্ষতির শিকার হবে।

আমরা অনাচার দূর করে সুস্থ সমাজ চাই। তাই মানুষকে সচেতন করার কথা বলি। আপনারাও মানুষের সাথে কথা বলেন, মানুষকে সচেতন করেন। আজকের এই ওরিয়েন্টেশন সভা যদি আপনাদের অর্জিত জ্ঞানে কোনো বাড়তি সংযোজন ঘটাতে পারে, আপনাদের বোধ-বিশ্বাসে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে সে উপলব্ধির কথা আপনারা কোরআন-হাদিস-ইজমা-কিয়াসের আলোকে মানুষদের জানাবেন। আমরা মনে করি, পবিত্র কোরআনের যে উক্তি এ নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বর্ণিত সমষ্টিগত দায়িত্বের মধ্যে বিপদাপন্ন বিশ্ববাসীকে সচেতন করাও ইসলামী সমাজের দায়িত্ব। আমাদের এ আয়োজনের এটাই প্রত্যাশা, এটাই উদ্দেশ্য।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ, ঘাসফুল, পশ্চিম মাদার বাড়ী, চট্টগ্রাম

লেখক পরিচিতি দেখতে এখানে টোকা মারুন